বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ
Phone: 9550403 email:dgmlad1@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

বিকেবি/প্রকা/ক্রেঃবিঃ(শাখা-১)/৩(৭)অংশ-৮/২০২০-২১/ ২৫৭২(১২০০) তারিখঃ ১৮/০৫/২০২১

সকল মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

বিষয়ঃ ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% সুদে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া ঋণ হিসাবসমূহের সুদ বাবদ ক্ষতির বিপরীতে ভর্তুকী প্রদানের দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০২ তারিখ ৩০/০৫/২০১১ (যা অত্র বিভাগের ১৫/০৬/২০১১ তারিখের ৭৪৬ (১২০০) নং পত্রের মাধ্যমে পৃষ্ঠাংকনকৃত) এবং ২৭/১১/২০১৮ তারিখের পত্র নং-এসিডি(পলি)/১৩৮/২০১৮-৫৩৪৮-৫৪০৩ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উপরোক্ত পত্রের মাধ্যমে ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ০১/০৭/২০২০ তারিখ হতে ৩০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে সুদে আসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৫% হারে সুদ ক্ষতিপূরণের দাবী পেশ করতে হয় বিধায়, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বিষয়োল্লেখিত সঠিক ও নির্ভুল দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক নিম্নোক্ত ছকে আপনার বিভাগাধীন অঞ্চলওয়ারী শাখার তালিকাসহ ১০/০৭/২০২১ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণ এবং "এক্সেল ফরমেট-এ" বিবরণীর সফ্ট কপি ই-মেইলযোগে (dgmlad1@krishibank.org.bd) ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্যও বিনীত অনুরোধ করা হলো।

"ছক"

ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% সুদে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কৃষি ঋণের সুদ বাবদ ক্ষতির বিপরীতে দাবীকৃত ভর্তুকীর বিবরণী।

বিভাগের নামঃ … … … … … … …

(প্রকৃত টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	ব্যাংক শাখার নাম	ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণ হিসাব/ ফলিও নং	বিতরণকৃত ঋণের		ঋণের উদ্দেশ্য	৪% হারে ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ	৯% হারে ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ	ঋণ আদায়ের/ সমম্বয়ের নির্ধারিত তারিখ (Due Date)	নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ হিসাব সমম্বয়কল্পে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (৫%)	ঋণ হিসাব আদায়ের/ সমম্বয়ের/বন্ধের		মন্তব্য
				তারিখ	পরিমাণ						তারিখ	পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

০৩। সঠিক ও নির্ভুল প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ

(ক) বিতরণকৃত ঋণ দেয় তারিখ (Due Date) হতে ছয় মাসের মধ্যে শুধু ২০২০-২১ অর্থ বছরে অর্থাৎ ০১লা জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখের মধ্যে সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাব বন্ধ হতে হবে;

(খ) দাবী সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহে রেয়াতী সুদ ৪% এবং দাবীকৃত সুদ ভর্তুকী ৫% হিসেবে সঠিকভাবে হিসাব করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ০১/০৭/২০১১ তারিখ হতে রেয়াতী সুদ হার ৪%;

(গ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ ৪% রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন, সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য, ঋণ গ্রহীতার নাম/ ঠিকানা, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, জমির পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, আদায়/সমম্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়;

চলমান পাতা-০২

(ঘ) পার্বত্য এলাকায় যে সকল স্থানে "বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা" হিসেবে ৫% সুদ হারে বিশেষ সুবিধা বহাল আছে, সে সকল এলাকায় দাবী পেশ করার সময় সতর্কতার সাথে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে, যাতে ৫% ও ৪% রেয়াতী সুদ হার সুবিধা একই গ্রাহকের অনুকূলে না হয়। একই গ্রাহকের অনুকূলে ৫% ও ৪% রেয়াতী সুদ হার সুবিধা প্রদান করা হয়নি মর্মে শাখা ব্যবস্থাপককে প্রত্যয়নপত্র প্রদানসহ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করতে হবে;

(ঙ) দাবী পেশের জন্য সুদ হিসাব করার সময় Days product এর ভিত্তিতে সুদ হিসাব করতে হবে যাতে যাচাইকালে কোন গড়মিল পরিলক্ষিত না হয়।

০৪। বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতী হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা ব্যাংকের পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরণ পূর্বক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। এমতাবস্থায়, কোন শাখা কর্তৃক ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করা বা বিলম্বে দাবী পেশের কারণে রেয়াতী সুদের ক্ষতিপূরণযোগ্য ভর্তুকী দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে পুরো ঘাটতি টাকা সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

০৫। উপরোক্ত দিকনির্দেশনাবলী অনুসরণ পূর্বক সঠিক দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন ১০/০৭/২০২১ তারিখের মধ্যে অবশ্যই ক্রেডিট বিভাগ এ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৬। উক্ত প্রতিবেদন তৈরিতে কোন সংশয় সৃষ্টি হলে অত্র বিভাগের উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোবাইল নং-০১৭২২-৯২২২৯৬ এর সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ।

২৮/০৫/২০২১

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মহোদয়ের দপ্তর , বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম্স, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৫। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
০৬। সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক , বিকেবি (মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ এর মাধ্যমে)।
০৭। নথি/মহানথি।

২৮/০৫/২০২১

(মোঃএনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ডাকবাক্স নং ৩২৫
ঢাকা
বাংলাদেশ
www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ
(পলিসি শাখা)

এসিডি সার্কুলার নং : ০২

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮
তারিখঃ-----------------
৩০ মে, ২০১১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের রেয়াতি সুদ হার ২%-এর স্থলে ৪%-এ পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে ।

এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ১০/১০/২০০৬ এবং এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখঃ ০৩/১২/২০০৯ এবং এসিডি সার্কুলার লেটার নং ২, তারিখ: ১২/১০/২০১০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ২% হতে বৃদ্ধি করে ৪%-এ পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ করে আসছে। এখন থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহও তাদের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৬% হারে সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে সুদ ক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৬% হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতি ৪% সুদের হারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উপরোল্লিখিত সার্কুলারসমূহের মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪% হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ
- ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেশারী, ছোলা, মটর, মাসকলাই, ও অড়হর ।
- খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবীন ।
- গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও জিরা ।
- ঘ) ভুট্টা।

২) উল্লেখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মওসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশ জারী করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি এ সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

(চলমান পাতা-২)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হতে)

<u>রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ</u>

(১) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৬% হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরীর সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, রেয়াতি সুদ অরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমানিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করত তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবে।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

(৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৬) উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকী জোরদার করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৭১২০৯৪৭

কৃষি ঋণ বিভাগ

সূত্র নং- এসিডি (পলি)/১৩৮/২০১৮- ৫৩৪৮ - ৫৪০৬

তারিখঃ ২৭/১১/২০১৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এন্ড সিইও/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক (আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত)
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা/রাজশাহী।

প্রিয় মহোদয়,

ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% রেয়াতি হার সুদে কৃষি ঋণ বিতরণের বিপরীতে সুদ ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রসংগে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদ হারের উর্দ্ধসীমা ৯%-এ পুনঃনির্ধারণ করায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষ খাতে বিদ্যমান সুদ ক্ষতির পরিমাণ প্রকৃত সুদ ক্ষতির সহিত সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এক্ষেত্রে, আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষ খাতে গ্রাহক পর্যায়ে ৪%রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সময়ন্বকৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের (বর্তমানে সর্বোচ্চ ৯%) তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ ভর্তুকী হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন পেশ করার জন্য আপনাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(নাজমা পারভীন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১১৫